মন্তব্য প্রতিবেদন

রাজকীয় বিয়ে হয়
বানভাসিদের জীবন যায়

● হাবিবুর রেজা

মন্ত্রীর মেয়ের বিয়ে হলো, প্রাণভরে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে গায়ে বাতাস লাগিয়ে তাই খাওয়া-দাওয়া করতে পারলেন ২০ হাজারের মতো মানুষ। বেশি নয়, মাত্র ২৫টি গরু আর ৮০টি খাসি জবাই করা হলো তাদের পরিতৃপ্তির জোগান দিতে। রাজকীয় এই বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছে মৌলভীবাজার স্টেডিয়ামে। না, হাজার হাজার লোকজনের পদচারণায় স্টেডিয়ামের কোনো ক্ষতি হয়নি সেদিন। তা ছাড়া মন্ত্রীমশাই অনেক আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, ক্ষতি হবে না বরং উন্নয়নই হবে স্টেডিয়ামের। অবহেলিত অবস্থায় স্টেডিয়ামটি পড়ে ছিল, মাঠে অনেক ছোটখাটো গর্ত হয়েছিল, বৃষ্টির পানি জমেছিল; কিন্তু মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য মাঠের সেসব গর্তে বালি ফেলে স্টেডিয়ামের উন্নয়ন করেছেন মন্ত্রীমহোদয়। স্টেডিয়ামের সীমানাপ্রাচীরের খানিকটা অংশ সাময়িকভাবে অবশ্য ভেঙে ফেলা হয়েছিল– যাতে নিমন্ত্রিত অতিথিরা তাদের যানবাহন ঠিকমতো রাখতে পারেন। কিন্তু বিয়ের অনুষ্ঠান হওয়ার পর ওই প্রাচীর আবার ঠিক করে দেয়া হয়েছে। অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য স্টেডিয়ামে ৫টি প্যান্ডেল বানানো হয়েছিল। এর একটিতে বসেছিলেন বর ও বরযাত্রীরা। আরেকটিতে বসেছিলেন কনে ও নারীরা। একটি প্যান্ডেল বরাদ্দ করা হয়েছিল জেলার সাতটি উপজেলার অতিথিদের জন্য। আরেকটি প্যান্ডেল করা হয়েছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের অতিথিদের জন্য। সর্বশেষ প্যান্ডেলটিতে ছিলেন অন্যান্য অতিথি।

সবকিছু ভালোয় ভালোয় হয়ে গেছে, নবদম্পতি নতুন সংসার শুরু করেছেন। বড় সুন্দরই হয়েছে এ বিয়ে। বিয়ের অনুষ্ঠানে এসে আমন্ত্রিত অতিথিদের কারো কোনো সমস্যা হয়নি। দম্পতিদের সুখী জীবন কামনা করেছেন তারা– আমরাও কামনা করি তাদের সুখী দাম্পত্যজীবন। তাদের নতুন জীবন যেন সুখে-শান্তিতে ভরে ওঠে, নতুন সংসার যেন আনন্দময় হয়। কামনা করি কবি ভরতচন্দ্রের মতো– তাদের সন্তান যেন দুধেভাতে থাকে। বাংলাদেশকে প্রায়ই বিভিন্ন জরিপে বিশ্বের সুখী মানুষদের দেশ হিসেবে অভিহিত করা হয়, সেই সুখে যেন তারা ভাসতে পারেন সারা জীবন। কিন্তু এই আন্তরিক কামনার পরও কথা থাকে। দেশের অনেক জায়গা এখন বন্যায় ভাসছে, মানুষজন হাহাকার করছে, ত্রাণের জন্য বন্যার্ত মানুষ প্রত্যন্ত অঞ্চলে অপেক্ষা করছে, নানা ধরনের রোগবালাই দেখা দিয়েছে। কেউ চিন্তাও করতে পারেনি এরকম অসময়ে বন্যা হবে। কিন্তু বাস্তবে তা-ই ঘটেছে এবং আশঙ্কা করা হচ্ছে, এ বন্যা প্রলম্বিতও হতে পারে। তবে বন্যার জন্য তো মানুষের জীবনযাপন থেমে থাকে না, মানুষ তার জীবনকে স্বাভাবিকভাবে যাপন করারই চেষ্টা করে এবং তাই বন্যার মধ্যেও বিয়েশাদি থেমে থাকে না। কিন্তু তারপরও কথা থাকে, কথা ওঠে– বিশেষ করে বিয়েটি যদি হয় একজন জনপ্রতিনিধির পরিবার সদস্যের। একজন জনপ্রতিনিধির কাছ থেকে মানুষ অনেক কিছুই প্রত্যাশা করে। প্রত্যাশা করে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির বিবেচনাবোধ। ওই বিবেচনাবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হলে স্বাভাবিক কাজকেও অস্বাভাবিক মনে হয়। দেশের বন্যাকালীন পরিস্থিতিতে জনগুরুত্বপূর্ণ একটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালনকারী মন্ত্রী যদি তার পরিবারের কারো বিয়েতে এত ঘটা করেন, তাহলে তাকে অস্বাভাবিকই মনে হয়। এবং বলতে দ্বিধা নেই, এ বিয়েও অস্বাভাবিকতার জন্ম দিয়েছে। একটি বিয়েতে কতজন মানুষকে দাওয়াত করা যাবে, কী ধরনের নিয়ম পালন করতে হবে, সেসব মেনেও যদি এ বিয়ে হয়ে থাকে, তারপরও এটি একটি অস্বাভাবিক ঘটনা। ভেবে দেখুন, দেশের মানুষ বন্যায় ভাসছে আর সে দেশেরই একজন মন্ত্রী তার মেয়ের বিয়েতে ২০ হাজার মানুষকে দাওয়াত করে সাড়ম্বরে খাওয়া-দাওয়া করাচ্ছেন। চূড়ান্ত দায়িত্বহীনতা ছাড়া একে আর কী বলা যায়! অবশ্য মন্ত্রীমহোদয়ের অতীত কার্যকলাপের দিকে তাকালে এ আয়োজনকে স্বাভাবিকই মনে হয়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অদ্ভুত লাগামছাড়া কথাবার্তা বলে, উৎকট আচরণ করে আলোচিত হয়েছেন তিনি– সমাজকল্যাণ মন্ত্রী হলেও পরিচিতি পেয়েছেন 'খবিশমন্ত্রী' হিসেবে। মেয়ের বিয়ের এ আয়োজনের মধ্য দিয়েও তার ক্ষমতার মদমত্ততা প্রকাশিত হয়েছে; প্রকাশিত হয়েছে দেশের সঙ্কটজনক সময়ে সমাজের প্রতি তার দায়িত্বহীনতা, তার ক্ষুদ্র পারিবারিক সংকীর্ণতা। আমরা ভাবতে বাধ্য হচ্ছি নতুন করে, সমাজের কল্যাণে তিনি আসলে কোনো ভূমিকা রাখছেন, নাকি সমাজকে কলুষিত করছেন?

দেশের বন্যাকালীন পরিস্থিতিতে জনগুরুত্বপূর্ণ একটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালনকারী মন্ত্রী যদি তার পরিবারের কারো বিয়েতে এত ঘটা করেন, তাহলে তাকে অস্বাভাবিকই মনে হয়। এবং বলতে দ্বিধা নেই, এ বিয়েও অস্বাভাবিকতার জন্ম দিয়েছে। একটি বিয়েতে কতজন মানুষকে দাওয়াত করা যাবে, কী ধরনের নিয়ম পালন করতে হবে, সেসব মেনেও যদি এ বিয়ে হয়ে থাকে, তারপরও এটি একটি অস্বাভাবিক ঘটনা। ভেবে দেখুন, দেশের মানুষ বন্যায় ভাসছে আর সে দেশেরই একজন মন্ত্রী তার মেয়ের বিয়েতে ২০ হাজার মানুষকে দাওয়াত করে সাড়ম্বরে খাওয়া-দাওয়া করাচ্ছেন। চূড়ান্ত দায়িত্বহীনতা ছাড়া একে আর কী বলা যায়!

এখন শরৎকাল, শরতের এই স্নিগ্ধ রোদের মধ্যে মন্ত্রীর মেয়ের বিয়ের সানাই বেজেছে– যেমনটি আমরা বাজতে দেখেছিলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে। কলকাতার এক গলির মধ্যে বসে আফগানিস্তানের মরুপর্বতের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিল সদ্য জেল খেটে বেরিয়ে আসা কাবুলিওয়ালা রহমত। কনের সাজে মিনিকে দেখার পর

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাটির ওপর সে বসে পড়েছিল। হঠাৎ করেই বুঝতে পেরেছিল, তার নিজের মেয়েটিও এতদিনে এ রকমই বড় হয়ে গেছে। এখন সে বাড়ি ফিরে যাবে, আবারও তাদের দেখা হবে, নতুন করে তাদের মধ্যে আলাপ হবে; কিন্তু সে আর তাকে আগের মতো করে ফিরে পাবে না। যেমন মিনিকেও সে ফিরে পায়নি। আট বছর অনেক সময়– এ আট বছরে মিনির মতোই অনেকটা পাল্টে গেছে সে। চলে গেছে তার চেনাজানা মনোজগতের বাইরে। ক্লান্ত, বিষণ্ন সেই রহমতকে দেখে মিনির বাবা বিয়ের খরচের মধ্য থেকে একটি নোট বের করে তার হাতে তুলে দিতে দিতে বলেছিলেন, 'রহমত, তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও; তোমাদের মিলনসুখে আমার মিনির কল্যাণ হউক।' এভাবে হঠাৎ করে রহমতকে টাকা দেয়ায় মিনির বাবাকে উৎসব-সমারোহের ২-১টি পর্ব বাদ দিতে হয়েছিল, ইচ্ছেমতো ইলেকট্রিক আলো জ্বালানো বাদ দিতে হয়েছিল, গড়ের বাদ্য বাদ দিতে হয়েছিল। ফলে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল বিয়ের অনুষ্ঠানে, অন্তঃপুরে মেয়েরাও খানিকটা রুষ্ট হয়েছিল এই ব্যয়সঙ্কোচনের ফলে। কিন্তু মিনির বাবা অনুভব করেছিলেন, মঙ্গলআলোকে তার শুভ উৎসব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু সমাজকল্যাণমন্ত্রী সৈয়দ মহসিন আলীর মনে সে রকম কোনো অনুভূতি জাগেনি। আর জাগবেইবা কেমন করে? খরচপত্র কাটছাঁট করার চিন্তা তার মাথাতেই আসেনি। নিঃসন্দেহে বন্যার্তদের আলাদাভাবে সাহায্য বা ত্রাণ পাঠিয়ে দেয়ার মতো বিত্তবৈভব মন্ত্রীমহোদয়ের আছে। যত বেশি সম্ভব মানুষকে তিনি দাওয়াত করে খাওয়াবেন, সেটিই স্বাভাবিক। নিয়ম থাকলে তিনি হয়তো আরো মানুষকে দাওয়াত দিতেন। পাঁচ-পাঁচটি প্যান্ডেল করে আমন্ত্রিত মানুষজনকে জড়ো করেছিলেন তিনি, অতিথিদের যানবাহন রাখার জন্য স্টেডিয়ামের সীমানাপ্রাচীর ভেঙে ফেলেছিলেন তিনি। এত গরু-ছাগল জবাই করেছিলেন যে সবাই ভাবতে বাধ্য হয়েছে, হ্যাঁ, বিয়ে একটা হলো বটে! অতএব খরচপত্র কাটছাঁট করার প্রশ্নই আসে না। খরচপত্র তো কাটছাঁট করবে দিন আনে দিন খায় জাতীয় মানুষরা–মন্ত্রীকে কেন করতে হবে! মন্ত্রী হওয়ার সুবাদে তিনি এখন এত বেশি বিত্তবান যে, ২০ হাজার মানুষকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়াতে কোনো সমস্যা হয় না। তা ছাড়া বন্যা তো হচ্ছে মূলত উত্তরাঞ্চলে আর পূর্বাঞ্চলে, তার এলাকা থেকে অনেক দূরে– সেখানে তার ভূমিকা রাখার সুযোগ কোথায়! দফায় দফায় বন্যা হওয়ার ফলে যদি রংপুরের গঙ্গাচড়ার তিস্তার চর বালুর স্তরে ঢেকে যায়, কৃষকের আমন ধানের ক্ষেত ঢেকে যায়, তাহলে তার তো কোনো কিছুই আসে যায় না। বন্যায় যদি উজান থেকে নেমে আসা ঢলের সঙ্গে বালু আর পলি নেমে আসে, তাহলে তার কী-ইবা করার আছে! কী-ইবা করার আছে যদি ভাগ্যহীন কোনো কৃষক বলে ওঠে, 'একনা ধানত গোলাত উঠপার নায়, হামার মুখের খাওয়ার কাড়ি নিছে তিস্তা...।'

সত্যিই, আরো অনেক অনেকদিন এ বিয়ের কথা মনে রাখবে এ দেশের মানুষ।

মন্ত্রী যখন তার মেয়ের এ বিয়ের অনুষ্ঠানের রাজকীয় প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তখন কেবল বন্যাই নয়– আরো অনেক ইঙ্গিতপূর্ণ ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটছে বাংলাদেশে এবং এ দেশের আশপাশে। বিয়ের ওই অনুষ্ঠানের ২-৩ দিন আগেই জানা গেছে, ভারতের গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, বাংলাদেশের বর্তমান সরকারকে ক্ষমতা থেকে উৎখাতের জন্য টাকা-পয়সা নিয়ে মাঠে নেমেছে মার্কিনিরা। তারা এমনকি ত্রিপুরার বামপন্থী সরকারকেও দুর্বল করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। এ সময় আরো একটি খবর পাওয়া গেছে, বাংলাদেশেও আল-কায়দা সাংগঠনিক কাজ শুরু করার ঘোষণা দিয়েছেন দলটির নেতা আয়মান আল জাওয়াহিরি। আবার, ভূতের মুখে রাম নাম– তারেক রহমান সম্প্রতি এক সভায় তার পিতা জিয়াউর রহমানের পুরনো এক বক্তৃতার ভিত্তিতে বলেছেন, ধর্মের ভিত্তিতে কোনো রাজনৈতিক দল গঠিত হতে পারে না। কিন্তু এসব বিষয় একপাশে সরিয়ে রেখে সাধারণ মানুষজন এখন আলোচনামুখর মন্ত্রীর মেয়ের এ বিয়ে নিয়ে। সরকার উৎখাতের চক্রান্ত চলছে আর সে চক্রান্তের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র– এটি একটি গুরুতর অভিযোগ। যদিও এ অভিযোগ যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশ দূতাবাসের পক্ষ থেকে অস্বীকার করা হয়েছে। তবে অভিযোগ শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই উঠছে না, চক্রান্তকারী হিসেবে নাম এসেছে ভারতের তৃণমূল কংগ্রেসেরও। খবর এসেছে, বাংলাদেশের বিভিন্ন সমমনা মৌলবাদী দলগুলোকে টাকার জোগান দিচ্ছে তারা। রাজ্যসভায় তৃণমূলের এমপি আহমেদ হাসান ইমরান এবং বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে ভারতে পাড়ি জমানো মওলানা আসিফ খান গত ছয় মাস ধরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীকে অর্থের জোগান দিচ্ছে বলে জানাচ্ছে গোয়েন্দারা। সরকার সরানোর এই তৎপরতায় নাম দেখা যাচ্ছে পাকিস্তানেরও। ভারতের তৃণমূল কংগ্রেসের এমপি মুনমুন সেন পাকিস্তানের তেহরিক-ই-ইনসাফ নেতা ইমরান খানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন এবং বাংলাদেশে ইসলামী জঙ্গি দলগুলোর তৎপরতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে অভিযুক্ত কোনো কোনো নেতা তৃণমূলের রাজনীতিতে যুক্ত– এটি এখন ওপেন সিক্রেট। এদিকে জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের চারজন সদস্য ভারতের হায়দরাবাদ থেকে বাংলাদেশে আসার পথে গ্রেফতার হয়েছিল কলকাতাতে– যে ঘটনার মধ্য দিয়ে অনুমান করা যাচ্ছে, বাংলাদেশেও সক্রিয়ভাবে কাজ করছে আইএস এবং তাদের নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন কেউ কেউ। আল-কায়দা এবং আইএসের মতো সংগঠনের বাংলাদেশের ওপর নজর পড়েছে, নিঃসন্দেহে এটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠী বেশ কয়েক বছর হলো সক্রিয় এখানে, সারাদেশে একযোগে বোমা হামলা করে তারা তাদের নিজেদের শক্তি প্রকাশের চেষ্টাও করেছে। আল-কায়দা ও আইএসের এসব অপতৎপরতাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার অর্থ তাই বিপদের ঝুঁকিকে আরো বাড়িয়ে তোলা।

দেশ যখন আন্তর্জাতিকভাবে এ রকম ঝুঁকির মধ্যে, তখন আমাদের মন্ত্রীরা কী করে বেড়াচ্ছেন, তার একটি দর্শনীয় উদাহরণ আমাদের সমাজকল্যাণমন্ত্রীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও কথাবার্তা। সাংবাদিকদের ওপর ক্ষিপ্ত তিনি, কেননা অনুষ্ঠানে বসে তিনি যেখানে চোখ বুজে দেশের কথা চিন্তা করেন, সাংবাদিকরা সেখানে ঘুম খুঁজে পান। সংসদে তাকে ঘুমাতে দেখে প্রধানমন্ত্রীই স্নেহময়ী চোখে হাসেন। সিগারেট টানতে টানতে গভীরভাবে দেশকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন তিনি, অথচ তার সেই 'একাগ্রতা'র অপব্যাখ্যা করা হয়! এ কথাই তিনি বলতে পারেন, যুক্তিও দেখাতে পারেন। কিন্তু সত্যিই কি তিনি তেমন কিছু করেছেন জনগণের জন্য? তেমন কিছু কি করা হয়েছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে– যাতে সমাজের কল্যাণ ঘটে?

রোম যখন পুড়ছিল, নিরো তখন বাঁশি বাজাচ্ছিলেন। বাংলাদেশেও আমরা দেখছি একই পরিস্থিতি। একদিকে বন্যা আর সন্ত্রাসবাদের অশনি সঙ্কেত, অন্যদিকে সমাজকল্যাণমন্ত্রীদের কল্যাণে বইছে অস্বাভাবিক আনন্দ-উৎসবের বন্যা। সন্ত্রাসের যে বন্যা ধেয়ে আসছে, তা যে সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, তা তাদের মাথায়ই ঢুকছে না। ■